বামন্দী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জিয়ার গণসংযোগ

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে জিয়ার গণসংযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিনই চলছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের স্থানীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সাথে মতবিনিময়।

করোনাকালীন থেকে সাধারণ মানুষের মাঝে করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সচতেনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে বিতরণ করছেন মাস্ক। বিভিন্ন এলাকার কিশোরদের খেলার জন্য প্রদান করা হয়েছে ফুটবল।

নির্বাচনী মাঠে জিয়ার পদচারণায় মুখরিত থাকছে বামন্দী ইউনিয়নের প্রতিটি জনপদ। নির্বাচনী মাঠে একেবারে নতুন হিসেবে কয়েক মাসের মধ্যেই সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের জনপ্রিয়তায় ভাসছে সাবেক এই ছাত্রলীগ নেতা ও বর্তমান কৃষক লীগের আহবায়ক জিয়ারুল হক জিয়া।

সকলের চাওয়া তাকে তরুণ চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা। ইতোমধ্যে জিয়াকে সমর্থন দিয়েছেন, ইউনিয়নটির আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের স্ব স্ব ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ সাধারণ মানুষ।

বামন্দী ইউনিয়ন যুব লীগের সহ-সভাপতি আরোজুল্লাহ বলেন, জিয়া আমাদের ছোটভাই। সে যদি নির্বাচনে আসে তাহলে আমরা স্বাগত জানাই, ইতিমধ্যে জিয়া বালিয়াঘাট ৪ নং ওয়ার্ডে গণ সংযোগ ও পথ সভা করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রবীন নেতা মোহাম্মদ আলী জানান, জিয়া আমাদের আওয়ামী লীগ পরিবারের সন্তান। আসন্ন নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়ে ভোট করতে চাই। আমার ওয়ার্ডে শুধু আমি না আওয়ামী লীগের প্রতিটি পরিবারের সর্বস্তরের মানুষ জিয়াকে গ্রহণ করেছে। জিয়ার মত সৎ যোগ্য ও শিক্ষিত মানুষ চেয়ারম্যান হয়ে আসলে সাধারণ মানুষ ভালো সেবা পাবে।

তরুন প্রার্থী জিয়া জানান, আমার বাবা বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং নিশিপুর ওয়ার্ডের তিনবারের নির্বাচিত ইউপি সদস্য মুনতাজ আলী

দীর্ঘদিন ধরে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। আমি ও আমার বাবার মত মানুষের সেবা করতে চাই। জনপ্রতিনিধি হলে তৃণমূল মানুষের সেবা আরো বেশি বৃদ্ধি করা যাবে। ইউনিয়নবাসী যদি তাদের সেবা করার জন্য আমাকে সুযোগ দেয় তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

তিনি আরো বলেন, যেহেতু স্থানীয় নির্বাচন দলীয় প্রতীকে হবে সেক্ষেত্রে দল যদি আমাকে যোগ্য মনে করে মনোনয়ন প্রদান করে, তাহলে আমি নির্বাচন করবো। আর যদি মনোনয়ন না দেয় তাহলেও আমি নিজ উদ্যোগে যতটুকু পারি ইউনিয়ন বাসীর পাশে থেকে সাধারণ মানুষকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেবো।

ঝিনাইদহে প্রতিপক্ষদের ফাঁসাতে অপহরণ নাটক ভুক্তভোগিদের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় প্রতিপক্ষদের ফাঁসাতে অপহরণ নাটক করে নিরীহ গ্রামবাসীর উপর মামলা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক কথিত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় অপহরণটি সত্য নয় দাবি বলে সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছে অসহায় ভুক্তভোগির পরিবারগুলো।

গতকাল রবিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, নাসির উদ্দিন মিয়া পলাশ নামের এক ভুক্তভোগির স্বজন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, শৈলকুপার কাঁচেরকোল এলাকার মনিরুজ্জামান মনির নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে এলাকায় চাঁদাবাজি করে আসছে। বিপক্ষে সংবাদ প্রচারের ভয় দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা দাবি করে। মনির কাঁচেরকোল গ্রামের কয়েকজন নিরীহ গ্রামবাসিদের ফাঁসাতে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ধাওড়া গ্রামের পাশে নাটকীয় ভাবে পড়ে থাকেন। তাকে অপহরণ করা হয়েছে বলে নাটক জানান।

এ ঘটনাকে পুঁজি করে কাঁচেরকোল গ্রামের অসহায় দিনমজুর, কাঠমিস্ত্রী, মাইক্রো ড্রাইভার, জনপ্রতিনিধিসহ কয়েকজনের নামে অপহরণ মামলা করেছেন। মামলার পর থেকে দিন এনে দিন খাওয়া পরিবারগুলো চরম মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, মূলত ঘটনার আগের দিন রাতে মনির নিজে শৈলকুপার ধাওড়া গ্রামে যায়। ধাওড়া গ্রামে কর্মরত কিছু নির্মান শ্রমিক যাদের বাড়ী কাঁচেরকোল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে তাদের কাছে রাত্রিযাপন করে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে রাস্তার পাশে পড়ে থাকে। বিষয়টি ধাওড়া গ্রামের যার বাড়িতে ছিল সেখানে গেলে আরও বিস্তারিত জানা যাবে। এ জন্য পুলিশের সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনের কাঁচেরকোল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অ্যাড. সালাহউদ্দিন জোয়ার্দ্দার মামুনসহ গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষ অংশ নেয়।

ঝিনাইদহে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বীরপ্রতিক খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে শহরের এইচএসএস সড়কের জেলা বিএনপির কার্যালয়ে সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে দলটির জেলা শাখা।

এতে জেলা বিএনপি আহ্বায়ক অ্যাড. এস এম মশিউর রহমান, সদস্য সচিব অ্যাড. এম এ মজিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদুজ্জামান মনা, আক্তারুজ্জামান, পৌর বিএনপি আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, জিয়াউর রহমানের বীরপ্রতীক খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ও ঢাকায় বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর পুলিশি হামলার তীব্র

নিন্দা জানান।

ফিফার রেফারি হওয়ার স্বপ্ন গাংনীর আব্বাস আলীর

ফিফার রেফারি হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন মেহেরপুরের গাংনীর কৃতি সন্তান মো: আব্বাস আলী। তিন বছর আগে ফুটবল ফেডারেশনের তালিকা ভুক্ত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিনের সেই স্বপ্ন দ্রত বাস্তবায়ন হবে এমন প্রত্যাশা তার।

মো: আব্বাস আলী গাংনী উত্তর পাড়ার বিশিষ্টি ব্যবসায়ী ইন্তাজ আলীর ছেলে। সে অনার্স মাষ্টার্স শেষ করে গাংনীতে গড়ে তুলেছেন ফুটবল একাডেমি।

রেফারি মো: আব্বাস আলী জানান,ছোট থেকে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে এলাকার বড় ভাইদের সাথে গিয়ে খেলা করতাম। খোলোয়ারদের পাশাপাশি রেফারি খেলা পরিচালনা দেখে স্বপ্ন ছিলো ফিফার রেফারি হবো। সপ্নকে বুকে ধারন করে ফুটবল ফেডারেশন রেফারির প্রশিক্ষণ গ্রহন করি।

তিনি বলেন, জাতীয় স্কুল ফুটবললীগ, জেলা প্রথম বিভাগ সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ফুটবল খেলায় রেফারির দায়িত্ব পালন করেছি। এখন ফুটবল ফেডারেশনের রেফারি হয়ে জীবনের সপ্নকে বাস্তবায়ন করতে চাই। বাফুফে কর্তৃপক্ষ নিশ্চই তার সপ্নের পথে পৌছাতে সার্বিক সহযোগিতা করবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সমাজে মাদক ও মোবাইল ফোনে উঠতি বয়সের যুবকদের বিপদগামী করে তুলছে। যুবকদের খেলাধুলার মাধ্যমে মাদক থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের জনপ্রিয় খেলা ফুটবল অনেকেই খেলে। কিন্তু কেউই ঠিক নিয়ম জানেনা। সকলেই মনগড়া নিয়ম তৈরি করে খেলা পরিচালনা করেন। ফুটবল খেলায় ফিফার যে বিধি বিধান আছে সেই গুলো

সকলের মাঝে তুলে ধরে ফুটবলের উন্নতি করা ও ফুটবলের ঠিক নিয়ম এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় তৈরি করা।

স্থানীয় ফুটবল খেলোয়াররা জানান, মো: আব্বাস আলী শুধু বাফুফের সদস্যই না সে যেন ফিফার রেফারি হতে পারে এজন্য সরকার ও বাফুফের দৃষ্টি কামনা করেন। তারা বলেন, রেফারি মো: আব্বাস আলী জেলার গর্ব তাকে নিয়ে গর্ববোধ করি। সে বাফুফের রেফারি হয়ে দেশের তথা এ অঞ্চলের মুখ উজ্জ্বল করবে এটাই প্রত্যাশা তাদের।

সাবেক ফুটবলার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সদস্য আব্দুস সালাম মূর্শেদী এমপি বলেন, দেশে দক্ষ রেফারির প্রচুর চাহিদা রয়েছে একারনে করোনার মধ্যেও প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান ছিলো। দেশের অনেকেই ফিফার রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা রেফারিদের বিদেশে পাঠাতে পারলে অভিজ্ঞাতা বাড়বে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

গাংনী বাজারে আবারো হার্ডওয়ারের দোকানে দুই লক্ষাধিক টাকা চুরি

গাংনী বাজারের সাইদ হার্ডওয়ারের টিন কেটে আড়াই লাখ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দিনগত রাতের কোনো একসময় টাকা চুরির ঘটনা ঘটে।

এঘটনায় গাংনী থানা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাবিবুর রহমান নামের একজনকে আটক করেছে।

সাইদ হার্ডওয়ারের মালিক আবু সাইদ জানান, শনিবার সারাদিন ব্যাবসা শেষে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ড্রয়ারে রেখে বাহিরের সমস্ত তালা লঅগিয়ে বাড়ি যায়। প্রতিদিনের ন্যায় রবিবার সকালে দোকান খুলে দেখি ঘরের মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশ করছে। এবং উপরের টিন কাটা। ড্রয়ারে একটি টাকাও নেই।

সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিলে গাংনী থানার ওসি দোকানে এসে সিসি টিভি ফুটেজ নিয়ে চোর সনাক্তের চেষ্টা করছেন। সিসি টিভি ফুটেজ দেখে এঘটনায় সন্দেহ ভাজন গাংনী মহিলা কলেজপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে হাবিবুর রহমান নামের একজন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, সিসি টিভিতে সংরক্ষিত ভিডিও ফুটেজ নিয়ে যাচাই বাছাই চলছে। সকল বিষয় তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

স্বাধীনতা বিরোধীরাই আল-জাজিরার প্রতিবেদনের সাথে জড়িত

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। করোনা মোকাবেলায় বিশে^র মধ্যে অন্যতম। বিশে^র প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী ৫টি দেশের মধ্যে একটি। এমন অবস্থায় যারা দেশের ভালো চাই না, যারা স্বাধীনতা বিরোধী, তারাই আল-জাজিরার এই মিথ্যা প্রতিবেদনের সাথে জড়িত।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর খাল খনন কাজ পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের তিনি এসকল কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে গতিতে উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে সেটিকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য বিশে^র কাছে বাংলাদেশের ইমেজ নষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতা বিরোধীরা ব্যর্থ চেষ্টা করছে দেশকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য। আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ষড়যন্ত্র হয়েছে, ১৯৭১ সালেও ষড়যন্ত্র হয়েছে, এখনো হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ জানে কারা এই ষড়যন্ত্র করছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালি করে এইসব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

গৌরিনগর খাল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বন্যার সময় এই এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে যেতো। বিশাল এই এলাকায় আবাদী জমির পরিমানও অনেক। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার জমিতে বছরে একবার ফসল ফলানো যেতো। খালের পুন:খনন কাজ সম্পন্ন হলে এই এলাকার জমিতে সারা বছরই ফসল ফলানো যাবে। ফলে মেহেরপুরসহ সারা দেশের কৃষি উৎপাদনে বড় ভূমিকা রাখবে। পরে তিনি উপজেলার ভৈরব নদের উপর নির্মিত বাগোয়ান-রশিকপুর বিজ্রের উদ্বোধন করেন।

পৃথক এ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব আলী, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনসহ স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

ডেকে নিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টা, আ.লীগ নেতাকে গণধোলাই

ভালো উকিল দিয়ে জমির মামলায় জিতিয়ে দেওয়ার আশ্বাসে ডেকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় এক নারীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগ নেতা মোমিনুল হক মোমিন মাস্টারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ওই আওয়ামী লীগ নেতাকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা।

শনিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ভগিরথপুর গ্রামের একটি ফাঁকা বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কনডম উদ্ধার করেছে।

অভিযুক্ত মোমিনুল হক মোমিন ওরফে মোমিন মাস্টার দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং

নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি উপজেলার মসজিদল পাকার ছেলে।

পুলিশ ও এলাকা সূত্রে জানা গেছে, মোমিনুল হক বর্তমানে গ্রাম থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে দামুড়হুদা উপজেলা শহরে বসবাস করেন। শনিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ভগিরথপুরের আলিহিমের ফাঁকা বাড়িতে এক নারীর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে এলাকার লোকজন ছুটে যান। এসময় মোমিন মাস্টারকে গণধোলাই দিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন।

এতে তিনি গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। তাকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থানায় নেওয়া হয়। এ সময় থানায় নেওয়া হয় একই উপজেলার বেড়বাড়ি গ্রামের ওই নারী ও তার স্বামীকে।

ভগিরথপুর গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী ইলিয়াছ হোসেন জানান, রাতে মরাগাং বাঁওড় পাহারা দিতে আমি ও অরও হালদার নৌকা নিয়ে যাই। পরে ওই মেয়ের চিৎকার শুনে সেখানে যাই। সেখানে মোমিন মাস্টারকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখি। তার হাতে একটি জন্মবিরতিকরণ কনডম ছিল।

ওই মেয়ের চিৎকারে তার স্বামীসহ স্থানীয়রা এসে মোমিন মাস্টারকে মারধর করে।

তিনি বলেন, মোমিন মাস্টার ভালো হলে সন্ধ্যায় ফাঁকা বাড়িতে এক নারীকে নিয়ে তিনি কী করছিলেন? তিনি তো দামুড়হুদায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন।

বেড়বাড়ি গ্রামের ওই নারী অভিযোগ করে বলেন, আমার চাচাদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। মোমিন মাস্টার ভালো উকিল দিয়ে মামলায় আমাদের জিতিয়ে দেবে বলে আশ্বাস দেয়।
উকিল এসেছে বলে সন্ধ্যায় আমি ও আমার স্বামীকে ভগিরথপুর গ্রামের আলিহিমের বাড়ি ডাকে মোমিন মাস্টার। মোমিন মাস্টার আমার স্বামীকে চা খেতে বাইরে যেতে বলে।

পরে ঘরের দরজা আটকে মোমিন মাস্টার আমাকে জোরপূর্বক ধর্ষণচেষ্টা করে। আমি চিৎকার দিলে আমার স্বামী ও স্থানীয়রা এসে আমাকে উদ্ধার করে। আমি তার বিরুদ্ধে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মোমিন মাস্টার জানান, আমাকে পরিকল্পিতভাবে

ফাঁসাতে ওই নাটক সাজানো হয়েছে। আমি রাজনীতি করি। আমার প্রতিপক্ষ এ কাজ করেছে। ওই মেয়ের চাচা আমাকে তার কাজ করে দিতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু আমি অসহায় ভেবে কাজ করে দিতে চেয়েছিলাম। আমাকে হত্যাচেষ্টার মর্মে আমিও থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আবদুল খালেক জানান, উভয়পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

সেবামূলক কাজে বেসরকারি খাত আরও উৎসাহিত হবে, আশা প্রধানমন্ত্রীর

সেবামূলক কাজে দেশের বেসরকারি খাত আরও উৎসাহিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নারায়ণগঞ্জে কুমুদিনী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

রোববার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে যে কুমুদিনী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছি, তা করার ফলে মনে করি আমাদের দেশ স্বাস্থ্যখাতে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে এবং বেসরকারি খাত আরও উৎসাহিত হয়ে আসবে, যেন এই ধরনের সেবামূলক কাজ করতে পারে।

তিনি বলেন, আজকে আমি খুব আনন্দিত যে একটা মেডিকেল কলেজ এবং রিসার্চ সেন্টার হচ্ছে, হাসপাতাল হচ্ছে এবং সেটা নারায়ণগঞ্জে। কারণ নারায়ণগঞ্জে হওয়াটা খুবই দরকার, ঢাকার পাশেই নারায়ণগঞ্জ। আসলে নারায়ণগঞ্জে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল না, তেমন কোনো একটা মেডিকেল কলেজ ছিল না। কোনো কিছুই ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা প্রতিটি জেলায় সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় করে দিচ্ছি, মেডিকেল কলেজ করে দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছি, হাসপাতাল করে দিচ্ছি এবং হাসপাতালগুলো যাতে উন্নতমানের হয় সেটারও ব্যবস্থা করে দিয়েছি, ডাক্তার-নার্স নিয়োগ দিয়েছি।

করোনাভাইরাস মহামারি প্রতিরোধে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা অনুষ্ঠানে তুলে ধরে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

এ সময় নারায়ণগঞ্জের কুমুদিনী কমপ্লেক্স প্রান্তে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা, পরিচালক শ্রীমতি সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফের বাড়ল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি

করোনা মহামারির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (কওমি ছাড়া) চলমান ছুটি আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

দেশে গত ৮ মার্চ প্রথম করোনা রোগী শনাক্তের পর গত ১৭ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। কয়েক ধাপে বাড়ানোর পর ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটি ছিল, সেই ছুটি এবার ২৮ ফেব্রুয়ারি

পর্যন্ত বাড়ানো হলো।

তবে ছুটি চলাকালে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

ঝিনাইদহ-যশোর মহা সড়কে দুর্ঘটনার অভিযুক্ত ট্রাক চালক আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহতের ঘটনায় অভিযুক্ত ট্রাকের চালক রনি গাজী (২৮) কে গ্রেফতার করেছে হাইওয়ে পুলিশ।

শুক্রবার রাতে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত থেকে তাকে আটক করা হয়। এছাড়াও কালীগঞ্জ ট্রাক টার্মিনাল থেকে ট্রাকটি জব্দ করা হয়।

আটককৃত ট্রাক চালক রনি যশোরের শার্শা উপজেলার সনাতনকাটি গ্রামের মশিয়ার রহমান গাজীর ছেলে। বারবাজার হাইওয়ে থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে বেনাপোল সামান্ত এলাকায় অভিযান চালায় তারা। এসময় ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় রনি গাজীকে আটক করা হয়।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি কালীগঞ্জ থানায় হাইওয়ে পুলিশের ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন বাদি হয়ে অজ্ঞাতদের আসামী করে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়।

উল্লেখ্য, গত বুধবার বিকেলে কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারে যশোর থেকে ছেড়ে আসা মাগুরাগামী জে কে পরিবহণের একটি বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ৯ জন ও পরে আরও ৩ জন মারা যায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল ট্রাকের চালক।